নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদে পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তির বিধি/নীতিমালা

১) ভর্তির শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতাঃ

(ক) বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন স্বীকৃত ও তালিকাভুক্ত বাংলাদেশের যেকোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান/জীববিজ্ঞান/ মৎস্য ও সামুদ্রিক বিজ্ঞান / কৃষি বিজ্ঞান/ভৌত বিজ্ঞান বিষয়ে ০৪ (চার) বা ০৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদী স্নাতক ডিগ্রী এবং নূন্যতম ০১ (এক) বছর মেয়াদী মাস্টার্স ডিগ্রী অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এম.ফিল পাশ।

অথবা

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন স্বীকৃত বাংলাদেশের যেকোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান অনুষদের অধীন সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে ০৪ (চার) বছর মেয়াদী (স্নাতক, সম্মান) ডিগ্রী এবং নূন্যতম ০১ (এক) বছর মেয়াদী স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। বিদেশের খ্যাতিমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.ফিল বা মাস্টার্স ডিগ্রী।

অথবা

দেশের যেকোনো স্বীকৃত মেডিকেল কলেজ বা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ০৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদী এমবিবিএস ডিগ্রী।

এবং

শিক্ষা জীবনে সকল পরীক্ষায় কমপক্ষে ২য় বিভাগ/শ্রেণীসহ ন্যূনতম ৫০% নম্বর থাকতে হবে। সিজিপিএ নিয়মে মাধ্যমিক/সমমান থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত সকল পরীক্ষায় সিজিপিএ ৫ এর মধ্যে ৩.৫০ অথবা সিজিপিএ ৪ এর মধ্যে ৩.০ থাকতে হবে।

(খ) ০৩ (তিন) বছর মেয়াদী স্নাতক সম্মান ডিগ্রী এবং ০১ (এক) বছর মেয়াদী স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রাপ্তদের পিএইচডি প্রোগ্রামে রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে নিম্ন লিখিত শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা থাকতে হবে।

প্রার্থীদের শিক্ষা জীবনে সকল পরীক্ষায় কমপক্ষে ২য় বিভাগ/শ্রেণীসহ ন্যূনতম ৫০% নম্বর থাকতে হবে। সিজিপিএ/জিপিএ নিয়মে মাধ্যমিক/সমমান থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত সকল পরীক্ষায় সিজিপিএ/জিপিএ ৫ এর মধ্যে ৩.৫ অথবা সিজিপিএ/জিপিএ ৪ এর মধ্যে ৩.০ থাকতে হবে।

প্রার্থীদের স্নাতক পর্যায়ে কোন স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে অথবা কোন স্বীকৃত মানের গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে দুই বছরের গবেষণা সংক্রান্ত কাজের অভিজ্ঞতা অথবা সরকারি/বেসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/আধাস্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে দুই বছরের চাকুরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং স্বীকৃত মানের Peer-reviewed জার্নালে প্রার্থীদের গবেষণা প্রকাশনা অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বিদেশী ডিগ্রীর ক্ষেত্রে UGC কর্তৃক ডিগ্রীর সমতা সনদ প্রদান করতে হবে।

২) ভর্তি প্রক্রিয়াঃ প্রার্থী কর্তৃক আবেদনপত্র যথাযথ ভাবে পূরণের পর সংশ্লিষ্ট বিভাগে জমা দিতে হবে। অতঃপর উক্ত ভর্তির আবেদন সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক, বিভাগের একাডেমিক কমিটি, বিভাগীয় পিএইচডি উপ-কমিটি ও অনুষদ এবং বোর্ড অব এ্যাডভান্সড স্টাডিজ সুপারিশ করলে একাডেমিক কাউন্সিল পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন। উল্লেখ্য যে, পিএইচডি প্রোগ্রামের দুইয়ের অধিক কোর্সের সিলেবাস বিভাগে পূর্বেই অনুমোদিত থাকতে হবে।

৩) মেয়াদঃ পূর্ণকালীন সময়ের পিএইচডি গবেষকদের প্রোগ্রাম শুরুর দিন (ভর্তির সেমিস্টার শুরু থেকে) চূড়ান্ত মৌখিক পরীক্ষা (থিসিস ডিফেন্স) পর্যন্ত কমপক্ষে ৩ (তিন) বছর হবে। তবে তত্ত্বাবধায়কের সম্মতিক্রমে আড়াই বছর (৫ সেমিস্টার) পর থিসিস জমা দিতে পারবেন।

পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তির অনুমতি পাওয়ার পর নির্ধারিত সময়ে ভর্তির ফি জমা দিতে হবে। নির্ধারিত সময়ে ভর্তি ফি জমা না দিলে নিয়মানুযায়ী বিলম্ব ফি দিতে হবে। থিসিস জমা না হওয়া পর্যন্ত প্রতি বছর একই সময় রেজিস্ট্রেশন ফি দিতে হবে। সময়মত রেজিস্ট্রেশন ফি জমা না দিলে নিয়মানুযায়ী ধার্যকৃত বিলম্ব ফি প্রদান করতে হবে।

৪) কোর্স ও ক্লাসঃ পিএইচডি প্রোগ্রামে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত গবেষকদের গবেষণার শিরোনামের সাথে সংশ্লিষ্ট ০৩ ক্রেডিট করে ৬ ক্রেডিটের ০২ টি তত্ত্বীয়কোর্স এবং ১ ক্রেডিট মৌখিক কোর্স ১ম বর্ষে সম্পন্ন করা আবশ্যিক। প্রতি কোর্স এ ৩ ক্রেডিটের এর জন্য ৪ ঘন্টার পরীক্ষা দিতে হবে। পরীক্ষায় ন্যুনতম বি গ্রেড (৬০% নম্বর) পেতে হবে। উপরোক্ত পরীক্ষায় কোন গবেষক অকৃতকার্য হলে পরবর্তীতে পরীক্ষা দিতে পারবেন। তবে যে সব বিষয়ে তিনি ৬০% এর অধিক নম্বর পেয়েছেন, সেই নম্বর বহাল রাখার অধিকার তার থাকবে।

প্রতি ৩ ক্রেডিটের জন্য ন্যূনতম ৩৯ টি ক্লাস গ্রহন আবশ্যিক (প্রতি ক্রেডিট ১৩ ক্লাশ)। পিএইচডি প্রোগ্রামের তত্ত্বীয় পরীক্ষায় পাস করে একজন গবেষক মৌখিক পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হলে পরবর্তীতে মৌখিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে পারবেন । তবে সংশ্লিষ্ট বিভাগ ইচ্ছে করলে ৩ থেকে ৬ মাসের মধ্যে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহন করতে পারবে।

পিএইচডি কোস পরীক্ষায় কোন গবেষক কোন একটি তত্ত্বীয়কোর্সে/মৌখিক পরীক্ষায় বিগ্রেড (৬০% নম্বর) এর কম পেয়ে থাকলে সেই কোর্সে/মৌখিক পরীক্ষায় পরবর্তী সুযোগে পুনঃভর্তি ছাড়া ই যথারীতি ফি প্রদানকরে পরীক্ষা দিতে পারবেন।

৫) **ছুটি:** চাকুরিরত ভর্তিচ্ছু প্রার্থীদের নিয়োগ কর্তার নিকট থেকে কমপক্ষে ৩ (তিন) বছর ছুটি থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে একত্রে ৩ (তিন) বছর অথবা একত্রে ২ (দুই) বছর এবং পরবত্তিতে ১ (এক) বছর অথবা ১ (এক) বছর করে ৩ বারে ৩ বছর ছুটি নিয়ে পিএইচডি প্রোগ্রাম শুরু করতে হবে।

৬) **তত্ত্বাবধায়কঃ** পিএইচডি ডিগ্রীধারী অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক বৃন্দ পিএইচডি প্রোগ্রামে গবেষকদের তত্ত্বাবধান করতে পারবেন। উল্লেখ্য যে, সুপারভাইজর অবশ্যই নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের হতে হবে এবং প্রয়োজনে কো-সুপারভাইজর (অনধিক ২ জন নিয়োগ দেয়া যাবে), একজন নোবিপ্রবির অন্য জন নোবিপ্রবির অথবা একাডেমিক কাউন্সিল এর অনুমোদনক্রমে দেশীয় অথবা বিদেশের যেকোন সরকারী, স্বায়িত্ব শাসিত বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে হতে পারবে। কো-সুপারভাইজার পিএইচডি ডিগ্রিধারী হলে সহকারী অধ্যাপক এবং পিএইচডি ব্যতিত কমপক্ষে সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদায় হবেন।

৭) **তত্ত্বাবধায়ক পরিবর্তনঃ** তত্ত্বাবধায়ক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল,পিএইচডি বিভাগীয় উপ-কমিটি/অনুষদ সভার ও বোর্ড অব এ্যাডভান্সড স্টাডিজ সুপারশিক্রমে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন।

৮) **শিরোনাম পরিবর্তনঃ** গবেষণার শিরোনাম পরিবর্তন করতে চাইলে পিএইচডি উপ-কমিটি, বিভাগীয় একাডেমিক কমিটি, অনুষদ সভার ও বোর্ড অব এ্যাডভান্সডস্টাডিজের অনুমোদন সাপেক্ষে একাডেমিক কাউন্সিলে রিপোর্ট প্রদান করতে হবে। তবে গবেষণার শিরোনাম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নির্ধারিত আবেদন পত্র ব্যবহার করতে হবে।

৯) **রেজিস্ট্রেশনঃ** রেজিস্ট্রেশন এর মেয়াদ ৩ বছর শেষ হলে আর ও ৩ বছরের জন্য পুনরায় রেজিস্ট্রেশন করা যাবে। গবেষকদের থিসিস জমা দেওয়ার সময় রেজিস্ট্রেশন এর মেয়াদ উর্ত্তীণ হলে এবং থিসিস জমা দেওয়ার চূড়ান্ত পর্যায়ে থাকলে মাননীয় উপাচায তার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে অর্নূধ্ব ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করতে পারবনে। রেজিস্ট্রেশন ও পুনরায় রেজিস্ট্রেশন এর মেয়াদ (৩+৩=৬) ছয় বছর শেষ হলে নতুন ভাবে অতিরিক্ত ফি পরিশোধ সহ রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। উল্লেখ্য প্রতি সেমিস্টারে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।

১০) **সেমিনার বক্তব্যঃ** প্রস্তাবিত গবেষণা শিরোনারে উপর প্রত্যেক পিএইচডি গবেষককে যোগদানের পর স্বস্ব পিএইচডি উপ-কমিটির সম্মুখে একটি উপস্থাপনা (Presentation) প্রদান করতে হবে। পিএইচডি গবেষকদের প্রতি বছর স্ব স্ব পিএইচডি উপ-কমিটির সম্মুখে একটি করে মোট ০২টি সেমিনার বক্তব্য প্রদান করবেন। ০২টি সেমিনার রিপোর্টও ১টি স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশনার কপি অথবা Acceptance letter তত্ত্বাবধায়ক, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, পিএইচডি উপ-কমিটির চেয়ারম্যান ও সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডীনের সুপারিশসহ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এর নিকট থিসিসের সঙ্গে জমা দিতে হবে। সেমিনার রিপোর্ট ছাড়া থিসিস জমা নেওয়া হবে না।

১১) **কার্যক্রম মূল্যায়ণ এবং ডিগ্রী প্রদানঃ** কোর্সওয়ার্ক ব্যতীত সকল কার্যক্রম মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে কোন গ্রেডিং সিস্টেম থাকবেনা। শিক্ষার্থীদের সকল কার্যক্রমে অবশ্যই পাস করতে হবে এবং পিএইচডি ডিগ্রী পাওয়ার যোগ্য হতে হলে সন্তোষ জনক মন্তব্য প্রয়োজন হবে। একজন পিএইচডি গবেষক তার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক এর অধীন গবেষণার কাজ চালিয়ে যাবেন এবং প্রতি ৬ (ছয়) মাস অন্তর অগ্রগতির বিবরন তত্ত্বাবধায়ক এর সুপারশিসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের চেয়ারম্যান ও ডিনের মাধ্যমে বোর্ড অব এ্যাডভান্সড স্টাডিজ কে অবগত করতে হবে। থিসিস, সেমিনার, প্রেজেন্টেশন এবং মৌখিক পরীক্ষা সন্তোষজনক এবং গ্রহণীয় অথবা অসন্তোষজনক এবং অগ্রহণীয় হিসেবে মূল্যায়িত হবে। উল্লেখ্য যে, সেমিনারের রিপোর্ট সুপারভাইজারের সুপারিশসহ বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও ডিনের মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে। সন্তোষজনক থিসিস মূল্যায়ন রিপোর্ট, সেমিনার রিপোর্ট পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তরে জমা হওয়ার প্রেক্ষিতে BOAS, একাডেমিক কাউন্সিল এর অনুমোদন সাপেক্ষে রিজেন্ট বোর্ড ডিগ্রি প্রদান করবে ।

১২) **পিএইচডি উপ-কমিটিঃ** গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ০৫ সদস্য বিশিষ্ট পিএইচডি উপ-কমিটি প্রস্তাব করবেন। সংশ্লিষ্ট বিভাগের ০৩ জন পিএইচডি ডিগ্রীধারী ও নূন্যতম সহযোগী অধ্যাপক উক্ত কমিটির সদস্য হতে পারবেন এবং বাকী ০২ জন সদস্য ডীন কর্তৃক মনোনীত হবেন। এক্ষেত্রে উক্ত কমিটির আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করবেন বিভাগীয় চেয়ারম্যান অথবা সিনিয়র অধ্যাপক। তবে কোন বিভাগে যোগ্যতম সদস্য না থাকলে উক্ত অনুষদের অন্য বিভাগ থেকে সদস্য নিয়োগ দেয়া যাবে।

১৩) **থিসিস মূল্যায়ন ও ডিফেন্স কমিটি:**তত্ত্বাবধায়কের সুপারিশক্রমে পিএইচডি উপ-কমিটির সম্মতি সাপেক্ষে তিন সদস্য বিশিষ্ট নিম্নলিখিতভাবে কমিটি গঠন করে অনুমোদনের জন্য পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তরের মাধ্যমে BOAS এবং একাডেমিক কাউন্সিলে প্রেরণ করতে হবে। তবে BOAS এবং একাডেমিক কাউন্সিল প্রয়োজনে সদস্য পরিবর্তন করতে পারবেন।

- **আহ্বায়ক:** অন্যকোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদমর্যাদার হবেন। তাকে পিএইচডি ডিগ্রিধারী হতে হবে এবং শিক্ষা ও গবেষণায় তার কমপক্ষে ১৫ (পনের) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
- সদস্য: সংশ্লিষ্ট বিভাগ অথবা অনুষদভূক্ত যেকোনো বিভাগ থেকে পিএইচডি ডিগ্রিধারী ১ (এক) জন অধ্যাপক পদমর্যাদার শিক্ষক। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্নদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
- **বহিঃস্থ সদস্য:** অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃত গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা অথবা গবেষণায় ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

উল্লেখ্য, গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ও সহতত্ত্বাবধায়ক ডিফেন্স কমিটিতে আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।

১৪) **তত্ত্বাবধান:**

একজন তত্ত্বাবধায়ক এক সাথে সর্বমোট (পূর্বাপর) অনধিক এককভাবে ৫ (পাঁচ) জন পিএইচডি গবেষকের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন তবে সহ-তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে পিএইচডি গবেষকের সংখ্যা ০৭ (সাত) জনের অধিক হবে না।

১৫) **শিক্ষাবর্ষ:** বছরে দুইবার (জানুয়ারি-জুন) এবং (জুলাই-ডিসেম্বর) শিক্ষাবর্ষে পিএইচডি ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

১৬) **ফি ও অন্যান্য আর্থিক বিষয়ঃ** পিএইচডি প্রোগ্রামের অনুমোদিত ফি এবং অন্যান্য প্রদেয় হারের বিষয় রেজিস্ট্রার অফিস তত্ত্বধান করবে।

১৭। **হল সংযুক্তি ও অন্যান্যঃ** আবেদনকারী যে হলের ছাত্র/ছাত্রী হিসেবে পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তি হতে ইচ্ছুক সে হলের প্রাধ্যক্ষের স্বাক্ষরসহ আবেদন পত্র সংশ্লিষ্ট বিভাগে জমা দিতে হবে। উল্লেখ্যযে, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছাত্র/ছাত্রী যে হল থেকে স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেছেন সে হলের ছাত্র/ছাত্রী হিসেবে পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তি হতে পারবেন না।

অত্র বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত যোগ্যতা ও শর্ত পূরণকারী প্রার্থীরাই শুধু পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তির আবেদন করার যোগ্য বিবেচিত হবেন। কোন তথ্য গোপন করলে বা সঠিক তথ্য প্রদান না করলে ভর্তির আবেদন/ভর্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। কর্তৃপক্ষ নীতিমালা যেকোনো সময় সংশোধন করতে পারবেন।

২৩/৫/২৬

প্রফেসর এস. এম. ড. মাহবুবুর রহমান
ডিন, ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ
ও
সদস্য, সংশ্লিষ্ট কমিটি, বিজ্ঞান অনুষদ, নোবিপ্রবি

২৩/৫/২০২৬

প্রফেসর ড. নেওয়াজ মোহাম্মদ বাহাদুর
ডিন, শিক্ষা বিজ্ঞান অনুষদ
ও
সদস্য, সংশ্লিষ্ট কমিটি, বিজ্ঞান অনুষদ, নোবিপ্রবি

২৩.৫.২৬

প্রফেসর ড. মো. আশিকুর রহমান খাঁন
ডিন, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদ
ও
সদস্য, সংশ্লিষ্ট কমিটি, বিজ্ঞান অনুষদ, নোবিপ্রবি

২৩/৫/২৬

প্রফেসর ড. মোঃ আতিকুর রহমান ভূঞা
ডিন, বিজ্ঞান অনুষদ
ও
আহ্বায়ক, সংশ্লিষ্ট কমিটি, বিজ্ঞান অনুষদ, নোবিপ্রবি